মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ ১০ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ নিয়মিত মামলার ১০ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ ও পুরানো মামলার ২ আসামিসহ ৫ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামিসহ ২ জনকে গ্রেফতার করে।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় দুটি চুরির, একটি ধর্ষণ চেষ্টাসহ ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দকরা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৪

আসামি গ্রেফতার

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশে। রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে দায়ের হওয়া জিআর ৩১/২২ নং মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের জামাত আলী ওরফে কালু পাঙ্গিলের ছেলে নান্নু মিয়া। জিআর ১৭১/২০ নং মামলার আসামি সহড়াবাড়িয়া গ্রামের ছের আলীর ছেলে হুমায়ন আলী, জিআর ১৬৪/২২ নং মামলায়

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি ছাতিয়ান গ্রামের মুক্তার আলীর ছেলে রুবেল হোসেন (২২), জিআর ৪৪/২১ নং মামলার আসামি কামারখালি গ্রামের হামিজ উদ্দীনের ছেলে মজনু মিয়া।

গ্রেফতারকৃতদের সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি এবং সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন সাজাপ্রাপ্তসহ ১১ আসামি গ্রেফতার

ভিন্ন ভিন্ন মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত ৫ জন পলাতক আসামিসহ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১১ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতভর ও আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব অভিযান চালান পুলিশের পৃথক টিম।

বিভিন্ন মেয়াদের সাজাপ্রাপ্তরা গ্রেফতারকৃতরা হলেন, চেক ডিজঅনার মামলার আসামি সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে আবু তালেব। একই উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের দায়ের করা মামলা যার নং সিআর ৫৯১/১৭। মামলায় ১ বছরের কারাদন্ড ও ৩০ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক (মামলা নং জিআর ৫৫/১৪) আসামি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার মরিচপাশা গ্রামের বাকা সর্দারের ছেলে রাকিব, মাদক মামলায় (মামলা নং জিআর ৩৬৮/১৫) ১ বছরের অপর সাজাপ্রাপ্ত আসামি পিরোজপুর গ্রামের ছহির উদ্দীনের ছেলে কালু বিশ্বাস, ২ বছর ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি (মামলা নং এসটিসি ১২৬/১৬)গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া গ্রামের সমসের আলীর ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে

মতি এবং জিআর ৮৩০/১২ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি একই উপজেলার করমদি গ্রামের সিরাজ উদ্দীনের ছেলে সাহাবুল ইসলাম।

এদিকে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সেসন মামলা ১১/২০ এর আসামি গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের সামসুদ্দীনের ছেলে মোস্তাক, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলা যার নং ৩২৭/২২ মামলার আসামি কাজিপুর গ্রামের জালাল উদ্দীনের মেয়ে তাসমিমা খাতুন ও স্ত্রী নাইমা বেগম, গাংনী থানার মামলা নং ০৯, তারিখ ০৯/০৯/২০২২ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, জিআর ৩২৫/২২ মামলার আসামি মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের আরশেদ আলীর ছেলে সুমন আলী, জিআর ৩৩/২২ মামলার আসামি সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের সামসুল হুদার ছেলে জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার রাফিউল ইসলামের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের বিভিন্ন টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় গাঁজা ও একটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ২

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৬ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ আসামি রয়েছে।

শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার করে। এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ আসামি ও সদর থানা পুলিশ ১ আসামি গ্রেফতার করেছে। ২৪ ঘন্টায় মোট ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অঅব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের ধাওয়ায়

নিখোঁজের ২৪ ঘন্টা পর ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ব্রিজে পুলিশের ধাওয়ায় নিখোঁজ সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে এ লাশটি উদ্ধার করে।

জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজলার ভাংবাড়িয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী বাঁশ বাগানের নিচে ৪ জন বসে তাস খেলছিলেন। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে স্থানীয় হাটবোয়ালিয়া ক্যাম্প পুলিশের টুআইসি এএসআই জাহিদুল ইসলাম দুজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ওই চারজনকে ধাওয়া দেন।

পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীতে ২ জন ঝাঁপ দেয়। একজন সাঁতরে ডাঙায় আসলেও সবজি ব্যবসায়ী টোকন নিখোঁজ হয়। টোকন সাঁতার না জানায় মাথাভাঙ্গা নদীর পানির স্রোতে ভেসে যায়।

এলাকাবাসী জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফেরিঘাটপাড়ার আবদুর রহমানের ছেলে আকছেদ আলী, ইয়াদুল হকের ছেলে কবিরুল ইসলাম, ছুন্নত আলীর ছেলে নাজিম উদ্দিন ও ওদু ছদ্দিনের ছেলে টোকন আলী

এ সময় কবিরুল ইসলাম ও আকছেদ আলীকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশ। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অপর দুজন নাজিম উদ্দিন ও টোকন আলী মাথাভাঙ্গা নদীতে ঝাঁপ দেন। কিছুক্ষণ পর নাজিম উদ্দিন সাঁতরে ওপারে চলে গেলেও সাঁতার না জানার কারণে টোকন আলী স্রোতের তোড়ে তলিয়ে যান।

দীর্ঘ সময় পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় নিখোঁজ টোকনকে খুজতে থাকে।পরবর্তীতে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রায় ৩/৪ কিলোমিটার অনুসন্ধান চালায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা ঘাট সংলগ্ন থেকে নিখোঁজ টোকনের লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান পক্রিয়াধীন ছিলো।

বিস্তারিত আসছে…

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭ দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভভূক্ত ও নিয়মিত মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১, মুজিবনগর থানা পুলিশ ২ ও গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনটি থানার একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫ জন মামলা রেকর্ড ৬

টি

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। তিন থানায় বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি গ্রেফতার করেছে।

সদর থানায় অন্যান্য মামলা ৩ টি, মাদক আইনে ১ টি , মুজিবনগর থানায় ১ টি ও গাংনী থানায় ১ টি মামলা রেকর্ড হয়েছে।

রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনরগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সূত্রটি।